ড. এ কে এম আজহারুল ইসলাম

প্রফেসর (অব.), পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর ইমেরিটাস, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম
সাবেক উপাচার্য, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম

প্রফেসর ড. এ কে এম আজহারুল ইসলাম, প্রফেসর ইমেরিটাস এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, ১৯৪৬ সালের ২ নভেম্বর বাংলাদেশের বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে বিএসসি অনার্স এবং এমএসসি উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে লন্ডনস্থ ইম্পেরিয়াল কলেজ অফ সাইয়েন্স থেকে সফলভাবে ডিআইসি ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭২ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

অধ্যাপক ইসলামের গবেষণার ক্ষেত্র: (১) ১৯৬৭-১৯৭৮ সময়কালে প্রাথমিক কণা পদার্থবিদ্যা, (২) অতিপরিবাহতা, কঠিন পদার্থের ত্রুটি, পদার্থের বৈদ্যুতিন কাঠামো, (১৯৭৮ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত) MAX phase এবং 2D MXenesG বিষয়ে গবেষণারত আছেন।

সম্মাননা প্রদান: প্রফেসর ড. এ কে এম আজহারুল ইসলাম

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার (১৬)

১. অধ্যাপক ইসলাম ৩টি আন্তর্জাতিক এবং ১৩টি জাতীয় পুরস্কার (মাননীয় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ইউজিসি, শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কৃত পদক এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক ইত্যাদি)।

২. ১৯৬৮ তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে এমএসসি পর্যায়ে একমাত্র ছাত্র হিসাবে পাকিস্তান প্রেসিডেন্টের জাতীয় পুরস্কার স্বর্ণপদক, ১ হাজার ডলার সমপরিমান অর্থ লাভ ও সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণের সুযোগ পান।

৩. বাংলাদেশের প্রথম ও SESCO Laureate (২০০১)।

বিশ্বসেরা ২% বিজ্ঞান গবেষকের তালিকায় নাম

প্রফেসর ইসলাম বিশ্বসেরা ২% বিজ্ঞান গবেষকের তালিকায় স্থান পেয়েছেন। এতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ ১২জন শিক্ষক রয়েছেন।

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেদারল্যান্ডসভিত্তিক চিকিৎসা ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রকাশনা সংস্থা এলসভিয়ার-এর সমন্বিত জরিপ। বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪)।

পেশাগত অভিজ্ঞতা

প্রফেসর ইসলাম ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৪ সালের শুরুর দিকে অধ্যাপক হন। দীর্ঘ ৪৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনে তিনি নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করেন:

১. চেয়ারম্যান, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ।
২. ডীন, বিজ্ঞান অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. রাজশাহী এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য।
৪. সদস্য, বোর্ড অব গভর্নর, আরসিএমপি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৫. Editor-in-Chief, Journal of Scientific Research; Member, Editorial Board, J Bang. Acad. Sci., Rajshahi Univ. Studies.
৬. ত্রিশটিরও বেশি আন্তর্জাতিক জার্নাল এবং কয়েকটি জাতীয় জার্নালের পর্যালোচনাকারী।

প্রকাশনা এবং গবেষণা সুপারভাইজার

অধ্যাপক ইসলাম ইতিমধ্যে ১২৫ জন গবেষণা ছাত্রকে তাদের এমএসসি, এমফিল এবং পিএইচডি কাজের জন্য গাইড করেছেন। বর্তমানে ২ জন এমফিল/পিএইচডি ছাত্রসহ ৪ জন গবেষণা ছাত্রকে গাইড করছেন।

মোট প্রকাশনার সংখ্যা =৪৮৯

১. এর মধ্যে আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নালে ২৯৩টি গবেষণা প্রকাশনা।
২. বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে ১৭৫টি সাধারণ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে (বাংলাদেশসহ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, যুক্তরাজ্য)
৩. ২১টি বই (দেশে এবং ভারত ও নিউইয়র্কে প্রকাশিত); তিনি আন্তর্জাতিক কর্মশালার প্রসিডিংস সম্পাদনা করেছেন। (ইউএস লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, ও CTP এবং বিশ্বের অন্যান্য লাইব্রেরি দ্বারা ক্যাটালগ করা হয়েছে, https://lccn.loc.gov/99938837)।
৪. সমসাময়িক সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ে তার বই 'বেডভিলড ওয়ার্ল্ড' গ্লোবাল মিডিয়া পাবলিকেশন্স দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। (New Delhi, India, 2008, 324 pages), OCLC WorldCat Bedeviled world দেখুন।

আবিষ্কার

জাপানি পদার্থবিজ্ঞানীদের সাথে পেরোভস্কাইট-টাইপ অক্সাইড সুপারকন্ডাক্টরেরসহ-আবিষ্কারক।

Discovery of a Perovskite-type oxide superconductor with a new ordered structure
Visit Spring.8 Press Release: http://www.spring8.or.jp/en/ news_publications/ press_release/2014/140303/;
Visit Tokyo Tech News: http://www.titech.ac.jp/english/news/2014/028837.html

পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো ও ভিজিটিং ফেলো

অধ্যাপক ইসলাম ইম্পেরিয়াল কলেজে (লন্ডন) পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো হিসেবেও রয়্যাল সোসাইটি ফেলোশিপে জে জে টমসন ল্যাবরেটরি (রিডিং ইউনিভার্সিটি, ইউকে)। গবেষণা করেছেন।

তিনি ভিজিটিং সায়েন্টিস্ট হিসেবেও কাজ করেছেন: (১) ইউনিভার্সিটি অফ কেমব্রিজ (UK), (২) জওহরলাল নেহেরু সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ, ব্যাঙ্গালোর (ভারত), এবং (৩) ICTP (ইতালি) নিয়মিত সহযোগী হিসেবে এবং তার পরে সিনিয়র সহযোগী; (৪) ইয়ামানাশি বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান, যৌথ UGC-জাপান গবেষণা প্রকল্পের অধীনে।

আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনার

১. অধ্যাপক ইসলাম এ পর্যন্ত ২৮টি দেশ সফর করেছেন এবং ৫৪টি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন;
২. ১৯৯৬ এবং ১৯৯৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করেন (১৪টি দেশের বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ)।

বিজ্ঞান একাডেমির সদস্য ও ফেলো

অধ্যাপক ইসলাম (১) দ্য ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্স (লন্ডন) এবং (২) বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমির একজন নির্বাচিত ফেলো।

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন পেশাদার সংস্থার সদস্য/ফেলো যেমন: (১) দ্য নিউইয়র্ক একাডেমি অফ সায়েন্সেস, (২) আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি, (৩) AAAS (USA), (৪) এশিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি, (৫) বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটি (দুই বছরের জন্য সহ-সভাপতি), (৬) বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন for the Adv. of Sciences এর জন্য বিজ্ঞানের। এছাড়াও তিনি বাংলা একাডেমী (ঢাকা) এবং আরও কয়েকটি সমিতির আজীবন সদস্য।

ড. মু. শামসুল আলম, বীর প্রতীক

প্রফেসর (অব.), ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ

সম্মাননা প্রদান: প্রফেসর ড. মু. শামসুল আলম, বীর প্রতীক

ড. মু. শামসুল আলম ১৯৪৯ সালে সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূগোল বিষয়ে ১৯৬৯ সালে স্নাতক (সম্মান) ও ১৯৭০ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান) লাভ করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ১৯৯৫ সালে যুক্তরাজ্যের নিউক্যাসল বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগে ভিজিটিং ফেলো ছিলেন। তিনি একজন সিনিয়র ফুলব্রাইট স্কলার। তিনি ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে প্রভাষক পদে যোগ দেন ও ১৯৯৪ সালে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের আগে তিনি কিছুদিন রাজশাহী ক্যাডেট কলেজে শিক্ষকতা করেন।

তিনি ভূগোল বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এসময় বিভাগের পাঠ্যক্রম আধুনিকায়ন ও মাল্টিডিসিপ্লিনারি করে বিভাগের নাম ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা করায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ভূগোল বিভাগ ছাড়াও তিনি অধুনালুপ্ত সামরিক বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা ও সে বিভাগের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

ড. আলম ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তিনি ৭ নম্বর সেক্টরে রাজশাহী অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সংগঠক। ১৯৭১ সালের অক্টোবরে তিনি ১১ নম্বর সেক্টরে সাবসেক্টর কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সেসময় তিনি জামালপুর জেলার যমুনা তীরবর্তী এলাকায় মুক্তাঞ্চলের দায়িত্বে থেকে দেওয়ানগঞ্জ ও বাহাদুরাবাদ অঞ্চলে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। এসব অভিযানের ফলে বাহাদুরাবাদ দিয়ে দেশের উত্তরাঞ্চলে পাক সৈন্যের যাতায়াত ও রসদ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এসব যুদ্ধাভিযানে সাহসিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীরত্বসূচক 'বীর প্রতীক' খেতাবে ভূষিত করে।

তিনি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ফাস্ট ওয়ার কোর্সে উত্তীর্ণ হয়ে কমিশন লাভ করেন।

শিক্ষকতা জীবনে ড. আলমের প্রায় ৩০টি গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। আঞ্চলিক উন্নয়ন ও পরিবেশ তাঁর গবেষণার বিষয়। তিনি ২০০০, ২০০৮, ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক ভূগোল কংগ্রেসসহ বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেছেন। তিনি ১৯৭৪ সালে মিউনিকে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইউনিভারসিটি সার্ভিসের ইন্টারন্যাশনাল জেনারেল এসেম্বিলিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ড. আলম কমনওয়েলথ জিওগ্রাফিক্যাল ব্যুরোর দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের একটি কর্মশালাসহ কয়েকটি কর্মশালা পরিচালনা করেছেন। তিনি ডিএফআইডি ও বিশ্বব্যাক এর বাংলাদেশের কিছুসংখ্যক প্রকল্প মূল্যায়নের কাজসহ বিভিন্ন সংগঠনের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছেন।

তিনি ২০০৫-২০০৬ সেশনে বাংলাদেশ জাতীয় ভূগোল সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া ২০০৪-২০২৪ মেয়াদকালে কমনওয়েলথ জিওগ্রাফিক্যাল ব্যুরোর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসেবেও কাজ করেছেন। তিনি কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সংগঠনের সদস্য।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস - বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই দিবসের তাৎপর্য

মো. রফিকুল ইসলাম

অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও
সাবেক উপাচার্য, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রধান অতিথির বক্তব্য: প্রফেসর মো. রফিকুল ইসলাম

শিশুর প্রথম শিক্ষক হচ্ছেন তার মা। জন্মের পর থেকেই হাঁটাচলা, খাওয়া দাওয়া কথা বলাসহ প্রাথমিক শিক্ষাগুলো শিশু প্রধানত মায়ের কাছ থেকেই পেয়ে থাকে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিদ্যালয়েই শুরু হয়। কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার মূল দায়িত্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেই বহন করতে হয়। শিশুদেরকে আদর দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, দরদ দিয়ে সহজ উদাহরণ ব্যবহার করে এমনকি খেলাধুলার মধ্য দিয়ে তাদেরকে লেখাপড়ার প্রতি আকৃষ্ট করতে হয়। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল বলেছিলেন, যাঁরা শিশুদের শিক্ষাদানে ব্রতী তাঁরা অভিভাবকদের থেকেও অধিক সম্মানীয়। পিতামাতা আমাদের জীবন দান করেন ঠিকই কিন্তু শিক্ষকরা সেই জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠনের পাশাপাশি সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখেন।

শিক্ষকরা হচ্ছেন সমাজের মূল স্তম্ভ, তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া শিক্ষার্থীদের চরিত্র গঠন, বসবাসযোগ্য উন্নত সমাজ ব্যবস্থা ও উন্নত জীবন গঠন কল্পনাতীত। কিন্তু সে জন্য প্রয়োজন শিক্ষকতার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ। ১৯৬৬ সালের ৫ই অক্টোবর প্যারিসে শিক্ষকদের অধিকার সংক্রান্ত একটি আন্তঃসরকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষকদের অধিকার, তাঁদের চাকুরির পরিবেশ ও অবস্থা, শিক্ষক শিখন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও চর্চা হয় যা শিক্ষকদের অধিকার আদায়ের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। UNESCO এই দিনটিকে সামনে রেখেই ১৯৯৪ সালের ৫ই অক্টোবরকে বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসেবে গ্রহণ করে। UNESCO এর মতে শিক্ষক দিবস শিক্ষা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশ্বের ১০০টি দেশে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের যে কঠোর পরিশ্রম এবং উৎসর্গতার স্বীকৃতির একটি বিশেষ উপলক্ষ্য হলো শিক্ষক দিবস।

একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে, শিক্ষার্থীদের মন গঠন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার অনন্য সুযোগ রয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন শিক্ষা শুধুমাত্র জ্ঞান প্রদানের জন্য নয়; একজন শিক্ষক ছাত্রদের জন্য একজন পরামর্শদাতা, একটি রোল মডেল এবং অনুপ্রেরণার উৎস। শিক্ষক যা শেখান, যে অনুপ্রেরণা দেন তা শিক্ষার্থীদের জীবনে একটি স্থায়ী প্রভাব ফেলে।

শিক্ষকতা পেশা আর পাঁচটা পেশার মতো নয়। কারণ এই পেশার লোকেরাই অন্যান্য সমস্ত পেশার লোকদের তৈরি করেন। তাই এঁদের সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠা সর্বাগ্রে হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে এটাও বলা উচিত যে যেহেতু শিক্ষকতা পেশা অত্যন্ত সম্মানীয় সেহেতু শিক্ষকরা যেন কোনোভাবেই তাঁদের পেশার মানকে ক্ষুণ্ন না করেন। তাঁরা যেহেতু জাতি গঠনের কারিগর তাই তাঁদেরকে ভালো মানুষ হওয়াটা অত্যন্ত জরুরি। তাঁদের সততা ও তাঁদের সম্মানকে বিসর্জন না দেন। শিক্ষকরা হলেন জ্বলন্ত মোমবাতির মতো যাঁরা নিজেরা প্রজ্বলিত হয়ে শিক্ষার্থীদের আলোকিত করেন। মহাবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন যথার্থই বলেছেন 'সৃষ্টিশীল প্রকাশ এবং জ্ঞানের মধ্যে আনন্দ জাগ্রত করা শিক্ষকদের সর্ব প্রধান শিল্প'। জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব শিক্ষকদের হাতেই। আর এর জন্য শিক্ষকদের হতে হবে দক্ষ, যোগ্য, সৎ ও আদর্শবান।

গত জুলাই বিপ্লবের সময় ফ্যাসিবাদী সরকার বিপ্লবের শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থেকে বিরত রাখতে নির্যাতনসহ বিভিন্ন অকৌশল গ্রহণ করে। সেসময় এদেশের শিক্ষক সমাজ যেভাবে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, নির্যাতন ও পুলিশি হয়রানি থেকে রক্ষার জন্য নিজেরা ঢাল হিসেবে কাজ করেছেন এবং বক্তব্য ও বিবৃতির মাধ্যমে তাদেরকে যেভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন তা অত্যন্ত প্রশংসার দাবি রাখে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ আন্দোলনের সমর্থনে যে ভাবে রাজপথে নেমে এসেছেন, সভা সমাবেশ করেছেন, মানববন্ধন করেছেন তা শিক্ষক সম্প্রদায়ের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে এবং শিক্ষকদের এই ভূমিকা ইতিহাসে একটি অনুকরণীয় উদাহরণ হয়ে থাকবে।

স্মারক উপহার প্রদান: প্রফেসর মো. রফিকুল ইসলাম

সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কারণে এই মহান পেশাটির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে চলেছে। বেশ কিছুদিন থেকে শিক্ষকদের নিয়োগ থেকে শুরু করে তাঁদের অধিকার রক্ষায় সরকারের উদাসীনতা ও পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ চোখে পড়ার মতো। এতে করে একদিকে যেমন যোগ্য ব্যক্তিরা এই পেশা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন অন্যদিকে শিক্ষা ও গবেষণার মান বিশ্বমানের বিবেচনায় অবনতি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকদের মাঝে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে শিক্ষার মান ও শিক্ষার্থীদের উপর। এক শ্রেণীর শিক্ষক এই পেশাটিকে ব্যবসার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছেন। এর ফলে শিক্ষক সমাজ তাঁদের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

গত জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে বিজয় অর্জন হয়েছে তারও একটা পার্শ্ব প্রভাব পড়েছে শিক্ষাঙ্গনের উপর। বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনায় শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটেছে, যা মোটেও কাম্য ছিল না। শিক্ষার্থীদের উচিত হবে আইন নিজের হাতে তুলে না নিয়ে সকল অপরাধীকে, দুর্নীতিবাজকে আইনের আওতায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাদেরকে ক্লাসে ফিরে যেতে হবে এবং তাদের মূল যে কাজ শিক্ষা ও গবেষণায় মনোনিবেশ করতে হবে। তাতেই জাতির মঙ্গল।

আমি নিজেও একজন শিক্ষক, যদিও দশ বছর আগেই অবসরে গিয়েছি। শিক্ষাজীবনে আমি আমার শিক্ষকদের যেমনটি দেখেছি তার একটি মূল্যায়ন এ আলোচনায় থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল শিক্ষকদের কাছে আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ, কেননা তাঁদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় আমি আজ এই পর্যায়ে আসতে পেরেছি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের আমরা ভীষণ ভয় করতাম এবং একই সঙ্গে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্যারেরা অত্যন্ত সাদামাটাভাবে চলতেন। তাঁদের কাছে যেতে ভীষণ ভয় লাগতো। ক্লাসে পড়া জিজ্ঞেস করলে খুব ভয়ে ভয়ে উত্তর দিতাম। সঠিক উত্তর দিতে পারলেই কাছে ডেকে নিতেন আদর করতেন। ভালোভাবে পড়াশোনা করলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারবো সেকথাও বলতেন। খুব ভালো লাগতো তখন। তারপরেও স্যারদের দেখলে কেন যেন ভয় করতাম। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্যারদের পোষাক-পরিচ্ছেদে একটু বেশি ফিটফাট লাগতো, প্রথমে ভয় লাগলেও পরের দিকে ততোটা ভয় আর লাগতো না। তবে শ্রদ্ধার কোনো কমতি ঘটেনি। এঁদের কাছেই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের মূলমন্ত্র জানতে পেরেছিলাম। স্কুলের পাঠ শেষে আমাদের বিদায় অনুষ্ঠানে আমার অনেক স্যারের চোখে পানি দেখেছিলাম।

কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে আমার শিক্ষকদের সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় স্যারদেরকে খুব কাছে থেকে দেখার এবং ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ হয়েছে। এখানে তাঁদের কাছ থেকে অনেক আন্তরিকতা ও সহযোগিতা পেয়েছি। দেখেছি ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক। রাজনীতি, ধর্মনীতি বা আত্মীয়তার বন্ধন, সবকিছুকে ছাপিয়ে ছাত্র-শিক্ষকের এই সম্পর্ক যে কত গভীর হতে পারে সেই শিক্ষাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পেয়েছি। আমার এই মহান শিক্ষকদের দুই তিনজন ছাড়া সবাই এখন প্রয়াত। তাঁদের সবার জন্য রইলো আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। আমি জানি না আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের আদর্শ আমি পেয়েছি কি না। তবে রাস্তাঘাটে, অফিস আদালতে, ব্যাংক বা বাজারে হঠাৎ কেউ একজন সামনে এসে যখন ছালাম দিয়ে বলে, স্যার, আমাকে চিনতে পারছেন? আমি অমুক, অমুক ব্যাচের ছাত্র, আপনি আমাদেরকে এই কোর্সগুলো পড়াতেন, আপনার ক্লাস আমাদের খুব ভালো লাগতো স্যার। অথবা বলে আপনার জন্যই স্যার আজ আমি এখানে আসতে পেরেছি, না হলে হয়ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম স্যার। তখন নিজের অজান্তেই বুকটা গর্বে ফুলে ওঠে। বিশ্বাস করতে ভালো লাগে শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এখনো অটুট রয়েছে।

আমার অনুজ সহকর্মীদের প্রতি অনুরোধ, শিক্ষক তার প্রতি আপনাদের আবেগ ও ভালোবাসাকে লালন করুন এবং সবসময় শিক্ষার্থীদের সাথে শিখতে ও বেড়ে উঠতে চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন শিক্ষাদান হল একটি যাত্রা, এবং আপনার নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ বিশ্বে আমরা যে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে চাই তাতে অবদান রাখছে।
শুভ বিশ্ব শিক্ষক দিবস!

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৪ এর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য, ঈষৎ পরিমার্জিত

উপাচার্যের বক্তব্য

সভাপতির বক্তব্য: প্রফেসর ড. সালেহ্ হাসান নকীব

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড বা শিক্ষক জাতি তৈরি করেন, এই কথাটাই কিছুটা কমতি আছে বলে আমি মনে করি। কারণ আমরা কি এমন কোনো রাষ্ট্র দেখতে পারবো যেখানে সকল শিক্ষক ভালো এবং সকল ছাত্র খারাপ; আবার সকল ছাত্র ভালো, শিক্ষকরা ভালো নয়। তার মানে শিক্ষকতা পেশাটা আদান-প্রদানের ব্যাপার। ভালো শিক্ষক যেমন ভাল ছাত্র তৈরি করে, ভালো ছাত্র তেমন ভালো শিক্ষকও তৈরি করে। এখানে সম্ভাবনার ও আশাবাদী হওয়ার সুযোগ আছে। আমাদের কর্মকাণ্ডই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে।

শিক্ষকদের মর্যাদা রক্ষায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার দলীয়, আঞ্চলিকতা ও আত্মীয়তা দেখা হবে না, কেবল গুণ ছাড়া। জুলাই-আগস্ট মাসে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা বহু শৃঙ্খল ভেঙে দিয়েছে। এই শৃঙ্খল ফিরিয়ে আনা যাবে না। আমরা সেই চেষ্টাই করবো। জুলাই-আগস্ট মাসের শহীদদের রক্তকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সুতরাং আমরা ব্যর্থ হতে পারি না।

আমরা আজকে ইতিহাসে একটা বিশেষ সময়ে দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে আশঙ্কাও আছে, আশাবাদী হওয়ার সুযোগও আছে। আমাদের কর্মকাণ্ডই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। আমরা কি সুযোগটা পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারবো, নাকি এর আগেও হারিয়েছি আবারও হারাবো।

যে কাজটা এখন আমাদের জন্য অবশ্যই করণীয়, শিক্ষকতাকে মর্যাদা ও সম্মানে ফিরিয়ে আনা। শিক্ষকতা অত্যন্ত সম্মানের জায়গা, মর্যাদার জায়গা। এই কথাগুলো আজকে বাই ডিফল্ট বলার সুযোই নাই। আপনাদের শুদ্ধাচার, আপনাদের আচরণ, দক্ষতা দিয়ে যদি এই সম্মান রক্ষা করতে না পারেন, তাহলে শিক্ষকতা মহান পেশা বলে পার পাওয়ার সুযোগ নেই। নতুন প্রেক্ষাপটে, এই নতুন সময়ে আমাদের ছাত্ররা অনেক বেশি সাহসী। কী পাচ্ছে এবং কী পাচ্ছে না এগুলো নিয়ে তাদের দ্বিধা নাই। এখানে আমাদের শিক্ষকদেরই ঠিক করতে হবে আমরা আমাদের দায়িত্বে

স্মারক উপহার প্রদান: প্রফেসর ড. সালেহ্ হাসান নকীব

কতটুকু সচেতন, আমরা কেমন ব্যবহার করছি, আমরা ক্লাসে কতটুকু বোঝাতে পারছি এবং আমাদের আচরণ শিক্ষকসুলভ কিনা। আমরা নিয়ম-শৃঙ্খলা মান্য করতে চাই। তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের মর্যাদা রক্ষা করা। এটা যদি আমরা না পারি, যদি বলি মহান পেশা, একে সম্মান করতে হবে, তাহলে আমরা এই সম্মানটুকু পাবো না। মর্যাদা রক্ষা কিভাবে? আমি মনে করি প্রথমেই আমাদের উচিত শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত যোগ্যতা আর কোনো বিষয়ই নয়। বিশ্ববিদ্যালয় যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার পিছনে বড় কারণ দলীয়করণ, দলীয় বিবেচনা, অনেকক্ষেত্রে আত্মীয়করণ। এই সবক্ষেত্রে আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কিছু ইলেমেন্ট ঢুকিয়েছি যাতে ভালো শিক্ষকের সাথে সাথে যাদের শিক্ষক হওয়ার কথা নয় এরকম প্রচুর মানুষজন আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নতুন প্রশাসনের কাছে প্রতিদিন এই অভিযোগ আসছে। এমনও অভিযোগ আসছে যা শিক্ষকদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক। কিন্তু আমাদের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। এই বাস্তবতাকে নিয়েই আমাদের সামনে যেতে হবে। এখন এই কথা বললে চলবে না যে, আমি পারি না। অবশ্যই আমাদের পারতে হবে।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০২৪ এর আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য, ঈষৎ পরিমার্জিত

আলোচনা সভা : অতিথিবৃন্দ

আলোচনা সভা: শ্রোতৃবর্গ